JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

‘দেশ’ ও সাগরময় ঘোষ

আবীর মুখোপাধ্যায়
গবেষক
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়

সাগরময় ঘোষের সঙ্গে ‘দেশ’ পত্রিকার সম্পর্ক ছয় দশকের। সাগরময় ঘোষ ‘দেশ’ পত্রিকায় সম্পাদনার কাজের সঙ্গে যুক্ত হন ১৯৩৯–এর ২ ডিসেম্বর। আর ১ মে ১৯৭৬ থেকে ১ মে ১৯৯৭ ‘দেশ’ পত্রিকায় তাঁর নাম ছাপা হয় সম্পাদক হিসাবে। এরপর আমৃত্যু তিনি ছিলেন সাম্মানিক সম্পাদক।

সাগরময় ‘দেশ’ পত্রিকায় সম্পাদনার দায়িত্বে যুক্ত হওয়ার পরে ‘দেশ’ তখনকার সাহিত্যপত্রের জগতে সম্পূর্ণ নূতন, নিজস্ব ও স্বতন্ত্র একটি চরিত্র পেয়ে যায়। তাতে একদিকে যেমন তখনকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকদের গল্প ও উপন্যাস, কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে, তেমনি আত্মপ্রকাশের ও আপনাপন সাহিত্য নিয়ে নিয়ত পরীক্ষা সুযোগ পেতে থাকেন তরুণ কবি ও কথাসাহিত্যিক। তাঁর সম্পাদনার ‘দেশ’–এর পাতায় দেখা গেল সেই সবের ছবি। সম্পাদনার দীর্ঘ পর্বে সাতচল্লিশে এসেছে স্বাধীনতা। আছে দেশভাগ। নতুন স্বাধীনতার সেই নৈরাজ্যে, দাঙ্গা আর দেশভাগের স্মৃতি ছিল। আর ছিল জনবিস্ফোরণ ও অন্নাভাব। উদ্বাস্তু কলোনি, বনেদি মানুষের ভিখিরি বনে যাওয়া। এতদিন ধরে বুকের মধ্যে আগলে রাখা বহু পুরাতন মূল্যবোধ, আদর্শ, সামাজিক শুচিতা, যতনে লালিত বিশ্বাস আর পালিত ন্যায়–অন্যায় বোধগুলি যেন আস্তে–আস্তে চিরতরে হারিয়ে যাচ্ছিল। কবিতায়, উপন্যাসে, ছোটগল্পে ধরা দিল সেই সব বাস্তব–ঘনিষ্ঠ আখ্যান। সমস্ত কিছু টুকরো টুকরো ছবিতে গাঁথা হতে থাকল। সাময়িকপত্রের পাতায় এইভাবে দেশ–কাল–ভিন্নতায় চিরন্তন সত্য হয়ে উঠল সাহিত্যের এক নব–তরঙ্গ। এভাবে নিত্য ভাঙা–গড়া চলেছে সাগরময়ের ‘দেশ’–এ।

'দেশ' পত্রিকার বিষয় ও আঙ্গিক বদলের বিষয়টি যে সচেতন ভাবেই করা হয়েছিল তা জানিয়েছিলেন সাগরময় স্বয়ং। তিনি লিখছেন, "অশোক যখন আনন্দবাজারের পুরোপুরি ভার নিয়েছে, দেশ তখন স্বাধীন। 'দেশ' পত্রিকাতেও তখন কিছু পরিবর্তন করা জরুরি হয়ে পড়েছিল। পত্রিকাটিকে পুরোপুরিভাবে সাহিত্য–সংস্কৃতির দিকে টেনে আনার পরিকল্পনা নিয়ে যখন ওর সঙ্গে পরামর্শ করতে যাই, ও একটি কথাই বলেছিল, লেখকরা যেন এই কাগজে লেখার পূর্ণ সুযোগ পান এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তারা লিখে যেতে পারেন, তার ক্ষেত্র আমাদের গড়ে তুলতে হবে। বলেছিল, লক্ষ রাখবে, প্রবীণ ও নবীন সব সাহিত্যিকই যেন সমান মর্যাদা পান। এ দীর্ঘ তেতাল্লিশ বছরের সম্পাদনা কাজের মধ্যে অনেক সময় অনেক দিক থেকে বাধাবিঘ্ন যে আসেনি তা নয়, কিন্তু অশোকের পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস ছিল আমার উপর। সেই একটিমাত্র কারণেই বোধহয় সবরকম প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে ওঠা আমার পক্ষে হয়েছিল সহজতর। সম্পাদনা–কাজের মধ্যে অনেক সময় অনেক দিক থেকে বাধাবিঘ্ন যে আসেনি তা নয়, কিন্তু অশোকের পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস ছিল আমার উপর। সেই একটিমাত্র কারণেই বোধহয় সবরকম প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে ওঠা আমার পক্ষে হয়েছিল সহজতর। এই সুদীর্ঘ সময়ে সম্পাদনার কাজে ভুল–ভ্রান্তি যে আমার হয়নি তা নয়, অশোক সঙ্গে সঙ্গে আমাকে তা দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কখনও নিরুদ্যম করেনি। এমন অনেক গল্প–উপন্যাস আমি ছেপেছি যা অশোকের হয়তো পছন্দ হয়নি, কিন্তু কখনও আমাকে প্রশ্ন করেনি, এটা কেন ছেপেছ? আমার সম্পাদনার কাজে কোনওভাবেই কোনওদিন হস্তক্ষেপ করেনি ও, উপরন্তু নানাভাবে উৎসাহ জুগিয়ে এসেছে।" 'দেশ' পত্রিকার সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যায় (১৯৮৩) 'দেশ: অতীত ও বর্তমান' শীর্ষক নিবন্ধে অশোককুমার সরকার লিখেছেন, "আমি দীর্ঘকাল দেশ–এর সম্পাদক ছিলাম। কিন্তু উপন্যাস, গল্প নির্বাচনের ব্যাপারে সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল সাগরময় ঘোষের উপর।"

সাহিত্য ও সাহিত্যিককে চেনার একটা অসামান্য ক্ষমতা ছিল সাগরময়ের— এমন লিখেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। সাগরময় শুধু সাহিত্যরসিক ছিলেন না, ভাল গান গাইতে পারতেন, অভিনয়ে দক্ষ ছিলেন। চলচ্চিত্র ও নাট্যকলা নিয়েও তাঁর আগ্রহ ছিল। এমনকী খেলা নিয়েও রীতিমতো আলোচনা চালিয়ে যেতে পারতেন। এই সব কিছু নিয়ে আগ্রহের কারণেই 'দেশ' পত্রিকা তাঁর সম্পাদনা পর্বে এতখানি সুচারু হয়ে উঠেছিল। প্রতিটি বিভাগে ছিল তাঁর প্রযত্নের ছাপ। শিল্প ও সাহিত্যের মিলমিশে সুসম্পাদনায় সাজানো এমন নির্বিকল্প সাময়িকপত্র এই কারণেই বাঙালির অন্দরমহলে জায়গা করে নেয় দ্রুত। নন্দলাল বসু কিংবা রামকিঙ্কর বেইজ, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় কেবল নন— সাগরময় দেশ ও বিদেশের শিল্পীদের

শিল্পকর্ম ব্যবহার করেছেন 'দেশ'-এর প্রচ্ছদে। গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে কবিতার পাতা সেজে উঠেছে সাদাকালো থেকে রঙিন চিত্রকলায়। নবীন লেখকদের দিয়ে যেমন গল্প-উপন্যাস-কবিতা লিখিয়েছেন, 'দেশ'-এর পাতায় নবীন শিল্পীদেরও জায়গা হয়েছে।

'দেশ' পত্রিকার সাহিত্য সংখ্যা প্রকাশের পরিকল্পনাও প্রথম করেন সাগরময় ঘোষ। শুধু অভিনব পরিকল্পনা নয়, আধুনিক সাহিত্যের 'ইমারত' তৈরি করেছেন তিনি। তিনি তাঁর সংকল্পের কথা লিখেছিলেন, "প্রথম, নিজে কখনো কোনোদিন লেখক হব না। দ্বিতীয়, যে-পত্রিকায় সম্পাদনার কাজ করব সে পত্রিকায় স্বনামে কোনোদিন কিছু লিখব না।"

সাগরময় ঘোষের সম্পাদনা পর্বে 'দেশ' পত্রিকার পাঠক বাংলা কবিতার যে সুবর্ণযুগ পেয়েছে, তার ধারাবাহিক ছবিটি দেখব আমরা পরের দুটি অধ্যায়ে। কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'দেশ'-এর কবিতা (১৯৮৩-২০০৭) সংকলনের ভূমিকায় লিখছেন, দেশ পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যায় "বাংলা কবিতার প্রবহমানতার একটা ধারা বিধৃত আছে।" সেই প্রবহমানতা সাগরময়ের সম্পাদকীয় মুন্সিয়ানায় কখনও থেমে থাকেনি। কবিতা নিয়ে বিশেষ সংখ্যা, কবিদের নিয়ে ধারাবাহিকভাবে নিবন্ধ প্রকাশ, প্রবীণ কবিদের পাশে নবীনদের জায়গা করে দেওয়া, নতুন ভাষা-ভঙ্গি, কবিতার আঙ্গিককে গ্রহণ করা, কবিতার পাতায় অলঙ্করণকে গুরুত্ব দেওয়া ও বিভাগটিকে পত্রিকার অন্যান্য বিভাগের স্তরে নিয়ে গিয়ে মর্যাদা দেওয়া— এই সবের মধ্য দিয়েই তিনি সেই প্রবহমানতার কাজটি করেছিলেন।